হজ্জ, উমরা ও যিয়ারত গাইড

বিভাগ/অধ্যায়ঃ হজ্জ তিন প্রকার

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

বদলি-হজ্জ

যদি কোনো ব্যক্তি ফরজ হজ্জ আদায় করতে অক্ষম হয় তাহলে তার পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিয়ে অন্য কোনো ব্যক্তির হজ্জ পালনকে বদলি হজ্জ বলে। কয়েকটি হাদিস থেকে বদলি হজ্জের বিধান পাওয়া যায়। নীচে হাদিসগুলো উল্লেখ করা হল।

১.খাছআম গোত্রের জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)কে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)আল্লাহ তার বান্দাদের ওপর যে ফরজ আরোপ করেছেন তা আমার পিতাকে খুব বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েছে। তিনি বাহনের ওপর স্থির হয়ে বসতে পারেন না। তবে কি আমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে দেব? তিনি বললেন, হাঁ। ঘটনাটি ছিল বিদায় হজ্জের সময়কার।[1]

২. আবু রাযিন আল আকিলি থেকে বর্ণিত। তিনি এসে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)কে জিজ্ঞাসা করে বললেন, আমার পিতা খুব বৃদ্ধ, তিনি হজ্জ ও উমরা পালন করতে পারেন না। সওয়ারির ওপর উঠে চলতেও পারেন না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)বললেন, তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরা করো।[2]

৩. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ ـ শুবরামার পক্ষ থেকে লাববাইক। তিনি বললেন, শুবরামা কে? লোকটি বললেন, আমার ভাই বা আত্মীয়। তিনি বললেন, তুমি কি নিজের হজ্জ করেছ? লোকটি বললেন, না। তিনি বললেন, আগে নিজের হজ্জ করো। তারপর শুবরামার হজ্জ।[3]

তিন প্রকার হজ্জের মধ্যে বদলি হজ্জ কোন প্রকার হবে তা, যে ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা হচ্ছে (المحجوج عنه) তিনি নির্ধারণ করে দেবেন। যদি ইফরাদ করতে বলেন তাহলে ইফরাদ করতে হবে, যদি কেরান করতে বলেন তাহলে কেরান করতে হবে, আর যদি তামাত্তু করতে বলেন তাহলে তামাত্তু করতে হবে। এর অন্যথা হলে হবে না। বদলি-হজ্জ, ইফরাদ হজ্জ হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। বরং ওপরে উল্লেখিত দ্বিতীয় হাদিসে হজ্জ ও উমরা উভয়টার কথাই আছে। এতে, বদলি হজ্জকারী তামাত্তু হজ্জ করতে পারবে, এর দিকে ইশারা রয়েছে।

বদলি হজ্জকারী ইফরাদ ভিন্ন অন্য কোনো হজ্জ করলে তার হজ্জ হবে না, হাদিসে এমন কোনো বাধ্য-বাধকতা খোঁজে পাওয়া যায় না। 'হজ্জ' শব্দ উচ্চারণ করলে শুধুই ইফরাদ বোঝাবে, এর পেছনেও কোনো শক্ত প্রমাণ নেই। কেননা হজ্জের সাথে উমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গিয়েছে বলে এক হাদিসে এসেছে। دَخَلَتِ ٱلْعُمْرَةُ فِي ٱلْحَجِّ (হজে উমরা প্রবিষ্ট হয়েছে)[4] তাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)খাছয়াম গোত্রের মহিলাকে তাঁর পিতার বদলি-হজ্জ করার অনুমতি দেয়ার সময় যে বলেছেন, فَحُجِّيْ عَنْهُ তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করো', এর দ্বারা তিনি উমরাবিহীন হজ্জ বুঝিয়েছেন, এ কথার পেছনে আদৌ কোনো যুক্তি নেই।

বদলি-হজ্জ কেবলই ইফরাদ হজ্জ হতে হবে, ফেকাহশাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবেও এ কথা লেখা নেই। ফেকাহশাস্ত্রের কিতাবে যা লেখা আছে, তা হল, বদলি-হজ্জ যার পক্ষ থেকে করা হচ্ছে তিনি যে ধরনের নির্দেশ

দেবেন সে ধরনের হজ্জই করতে হবে। এখানে আমি প্রসিদ্ধ কিতাব বাদায়েউস্সানায়ের (بدائع الصنائع) কিছু এবারত তুলে দিচ্ছি—

إذا أمر بحجة مفردة أو بعمرة مفردة، فقرن فهو مخالف ضامن في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد يجزي ذلك عن الآمر، نستحسن وندع القياس فيه ـــ ولو أمره أن يحج عنه، فاعتمر ضمن، لأنه خالف، ولو اعتمر، ثم حج من مكة، يضمن النفقة في قولهم جميعا، لأمره له بالحج بسفر، وقد أتى بالحج من غير سفر، لأنه صرف سفره الأول إلى العمرة، فكان مخالفا، فيضمن النفقة —

ولو أمره بالحج عنه بجمع بين إحرام الحج والعمرة، فأحرم بالحج عنه وأحرم بالعمرة عن نفسه، فحج عنه واعتمر عن نفسه، صار مخالفا في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة.،

অর্থাৎ, (যিনি বদলি-হজ্জ করাচ্ছেন) তিনি যদি শুধু হজ্জ করার নির্দেশ দেন অথবা শুধু ওমরা করার নির্দেশ দেন, আর বদলি-হজ্জকারী কেরান হজ্জ করল তবে বদলি-হজ্জকারীকে—ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর কথা অনুসারে—ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর নিকট, নির্দেশকারীর পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। এটাকে বরং এস্তেহসান মনে করি ও এ ব্যাপারে কিয়াস ছেড়ে দিই। যিনি বদলি হজ্জ করাচ্ছে, তিনি যদি হজ্জ করার নির্দেশ দেয় আর বদলি-হজ্জকারী উমরা করে, তবে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা সে নির্দেশ মোতাবেক কাজ করেনি। আর যদি সে উমরা করে, ও পরবর্তীতে মক্কা থেকে হজ্জ করে তা হলে সকলের মতে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা বদলি-হজ্জকারীর প্রতি, যিনি হজ্জ করালেন, তার নির্দেশ ছিল সফরটা হজ্জের জন্য করার, পক্ষান্তরে সে সফর ব্যতীতই করেছে। কারণ প্রথম সফরটা সে উমরার জন্য ব্যবহার করেছে। তাই নির্দেশের উল্টো কাজ করেছে, সে জন্যই তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যদি নির্দেশদাতা হজ্জ ও উমরা উভয়টা এক এহরামে একত্রিত করে আদায় করতে বলেন, আর বদলি-হজ্জকারী নির্দেশদাতার জন্য শুধু হজ্জ করল, কিন্তু উমরা করল নিজের জন্য, তবে সে—ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর এক আপাত বর্ণনা অনুসারে—নির্দেশের উল্টো করল।[5]

ওপরের উদ্ধৃতি এটা স্পষ্ট যে বদলি-হজ্জ যিনি করাচ্ছেন তাঁর কথা মতো হজ্জ সম্পাদন করতে হবে। তিনি যে ধরনের নির্দেশ দেবেন সে ধরনের হজ্জ করতে হবে। নির্দেশ মোতাবেক হজ্জ না করলে কোথায় কোথায় ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। বদলি-হজ্জকারীকে, সর্বাবস্থায় ইফরাদ হজ্জ করতে হবে, এ কথা ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফ কেউই বলেননি।

ফুটনোট

[1] ـ ؟ يارسول الله إن فريضة الله على عباده ، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه قال: نعم ، وذلك في حجة الوداع (বোখারি : হাদিস নং ১৪১৭)

[2] قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة والظعن فقال حج عن أبيك واعتمر (তিরমিযী : হাদিস নং ৮৫২)

[3] - عن ابن عباس أن رسول الله سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة؟ قال أخي أو قريب لي. قال :هل حججت؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة (আবুদাউদ : হাদিস নং ১৪২৪)

[4] - মুসলিম : হাদিস নং ১২১৮

[5] - বাদায়েউস্ সানায়ে : খন্ড ২, পৃ: ২১৩-২১৪

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=3460

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন